সংবাদ

তারিখ 12 1 JUN 2012
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

ঢাকা : বৃহস্পতিবার ৭ আষাঢ় ১৪১৯
Dhaka : Thursday 21 June 2012

সম্পাদকীয়

সব সরকারি কলেজে শিক্ষক সংকট

আমাদের সংবাদদাতারা দেশের বিভিন্ন কলেজ সম্পর্কে যে ধরনের খবর পাঠান সেগুলোর মূল বক্তব্য হলো, ঢালাওভাবে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হলেও সেই অনুপাতে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয় না। নিয়োগ দেয়া হলেও বেশিদিন কাজ করেন না। রাজধানীর বাইরে পোস্টিং দিলে তারা রাজধানীতে আসার জন্য তদবির শুরু করেন কিংবা রাজধানীতে এসে বসে থাকেন। ফলে কলেজগুলোতে শিক্ষক সংকট আরও ঘনীভূত হয়। বহু কলেজ আছে যেখানে প্রিন্সিপাল পর্যন্ত নেই। ভারপ্রাপ্ত দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। অনেক কলেজে আবার অনার্স ও নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে। কিন্তু সে অনুপাতে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়নি। কোন কোন বিভাগ শিক্ষক ছাড়াই চলছে। তবে কোন কলেজেই বর্ধিতহারে ছাত্র ভর্তি বন্ধ হচ্ছে না। এবার এইচএসসি পরীক্ষার ফল বেরোলে আবার এক দফা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা স্ফীত হয়ে যাবে। অথচ বিভিন্ন বিভাগে নতুন শিক্ষক নিয়োগের বাড়তি উদ্যোগ চোখে পড়ছে না।

এখনো অনেক কলেজে শুধু ডিগ্রি নয়, এসএসসির জন্যও ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হচ্ছে। সমস্যাটা হচ্ছে, এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবং ডিগ্রি ও অনার্স পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। বোর্ডের পরীক্ষা ও ফল প্রকাশ নিয়মিত হলেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ও ফল প্রকাশের কোন ঠিকঠিকানা থাকে না। ফলে কলেজগুলোতে প্রশাসনিক সংকট সৃষ্টি হয়। তবে পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকাটাই কলেজগুলোর বড় সমস্যা।

রাজধানীর কলেজগুলোর সমস্যা ভিন্নতর। এখানে বেশির ভাগ সরকারি কলেজে শিক্ষিকারা কোন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার সহধর্মিণী। শিক্ষা বিভাগের একটা প্রথা অনুযায়ী মহিলা শিক্ষকরা তার স্বামীর কর্মস্থলেই থাকবেন। এখানে সমস্যাটা দাঁড়ায় কর্তব্যে কোন গাফিলতি করলে প্রিন্সিপাল তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারেন না। অন্যদিকে কোন বিভাগে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই, অথচ কোন কোন বিভাগে পদের চেয়ে বেশি শিক্ষক বা শিক্ষিকা আছেন। এটা অত্যন্ত পুরনো সমস্যা।

প্রায় প্রতিটি সরকারি কলেজেই ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি শিক্ষার্থী আছে। সেই অনুপাতে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয় না। অনেক দিন থেকেই বলা হচ্ছে, দেশের ১৮টি কলেজের মতো সব 'সরকারি ডিগ্রি' কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক তুলে দেয়া হোক। কিন্তু করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে সরকারি কলেজে ডিগ্রি ও অনার্স শিক্ষার মান বাড়ানো যাচ্ছে না এবং বিভিন্ন সময়ে সরকারি কলেজে প্রশাসনিক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

সরকারি কলেজগুলোর শিক্ষক সংকট নিরসনের উপায় হিসেবে শিক্ষা ক্যাডারে নিয়োগের জন্য স্পেশাল বিসিএস পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতেও শিক্ষক সংকট নিরসন হয়নি। যে সমস্যাটা হয়, অনেকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। কিংবা বিদেশে পাড়ি জমান। বর্তমানে সরকারি কলেজগুলোতে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, তাতে আরেকটি স্পেশাল বিসিএসের (শিক্ষা) আয়োজন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। তা না হলে দেশে উচ্চশিক্ষার মান আরও নিচে নেমে যাবে।